ভগবৎলীলার তাৎপর্য্য

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

একদিন ভগবান শ্রীরাম ভক্তরাজ হনুমানকে বলিলেন, ''দেখ হনুমান, তুমিও যা আমিও তাই।'' উত্তরে ভক্তরাজ

বলিলেন, ''প্রভু, তা হয়তো হবে; কিন্তু আমি তো সেটা অবগত নই। মহাসমুদ্র তরঙ্গাকারে লীলায়িত ঠিকই, কিন্তু তরঙ্গ তো সমুদ্র নয়।'' —প্রকৃত ভক্ত ভগবানেরই অংশ। ভক্ত যখন ভক্তিপ্রেমের শক্তিতে নিজ হৃদয়কে ভগবানের হৃদয়ের সঙ্গে এক করিয়া লন তখনই ভক্তের মধ্যে ভগবৎশক্তির স্ফুরণ হইয়া ভক্ত ভগবানের রূপ প্রাপ্ত হন এবং ভক্ত ও ভগবান অভেদ হন। ভক্ত ও ভগবানের অভেদত্ব না হইলে কখনোই ভগবৎলীলা সংগঠিত হয় না। আমরা দেখিতে পাই যুগে যুগে ভগবানের মহিমা এবং অস্তিত্ব প্রকটিত করিতে এই পৃথ্বীতে ভগবৎলীলা সংগঠিত হইয়া আসিতেছে। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টি মধ্যে একমাত্র ভূলোকেই ভগবৎলীলা হয় কেন?—কারণ, ভূলোক হইল এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যভূমি, যেখানে জীবের ক্রমবিবর্তনের ধারায় জীবসত্তা শিবসত্তায় রূপান্তরিত হইতে সক্ষম।

পৌরাণিক কালে সত্যযুগের ভগবৎলীলা হইল শিব-সতীর লীলা। সত্যযুগীয় সামাজিক নিয়মানুযায়ী শ্রীভগবান-ভগবতী স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া ধরাধামে লীলা করিয়াছিলেন এই ধরাকে সৃষ্টিমধ্যে স্থিতিকরণ করিবার উদ্দেশ্যে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্বে আছে যে সর্ব্বরূপ মহাদেব যখন সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াত্মক আকারে লীলায়িত হন, তখন তাঁহার নাম হয় ''শিব'' অর্থাৎ পরম কল্যাণময়। সতী হইলেন সৎ-এর ইচ্ছারূপী মহাশক্তি, যিনি শিবসর্ব্বের অস্তিত্ববোধকে নিত্য জাগ্রত করিয়া রাখেন। অন্যদিকে তৎকালীয় সামাজিকতার দৃষ্টিভঙ্গীতে আর্য্য ও অনার্য্য সাধনার ধারাকে সম্মিলিত করিতে অনার্য্য দেবতা শিবের সহিত দক্ষদুহিতা আর্য্যা সতীর বিবাহ সাধিত হয়। তারপর দক্ষযজ্ঞে সতীর দশমহাবিদ্যারূপ প্রকট এবং দেহত্যাগ, শিবের যুগান্তব্যাপী তাণ্ডব এবং অবশেষে ভগবান বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রদ্বারা সতীর পবিত্র দেহ একান্নভাগে খণ্ডিত হইয়া পৃথ্বীর ভূমিতে পতিত হয়, যার ফলে পৃথিবীতে একান্নটি মহাপীঠের সৃষ্টি হইয়াছে। এই একান্নটি সতীপীঠের মূল্যায়ন করিতে গেলে উপলব্ধি হয় যে ভূলোকে সতীপীঠ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে বলিয়াই প্রলয়ের পরেও আবার পৃথিবীতে নবীন সৃষ্টি সম্ভব হয়। একান্নপীঠ একান্নটি মাতৃকাবর্ণের প্রতীক। দশমহাবিদ্যার রূপ হইল সমগ্র সৃষ্টিতত্ত্ব। সুতরাং শিবজায়া সতীই হইলেন পরমা প্রকৃতিরূপা মহাপ্রকৃতির দৈবী রূপ। তারপর হিমালয়ের কন্যারূপে সতীর জন্ম—ভগবতী পার্বতীদেবী শৈলপুত্রী। সেই দেবী শৈলপুত্রীর শিবসর্ব্বকে পতিরূপে পাইবার জন্যে যে উদগ্র তপস্যা তাহাই 'নবদুর্গা' নামে প্রকীর্ত্তিতা। যোগমার্গে নবদুর্গার তপস্যা হইল প্রত্যেক সাধকের সাধনার নয়টি বিশেষ অবস্থা যদ্দ্বারা সাধক পূর্ণশিবাবস্থালাভ করিতে সক্ষম হন।

আমরা দেখিতে পাই প্রত্যেক ভগবৎলীলারই বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীন দুটি অর্থপূর্ণ দিক থাকে। ত্রেতাযুগে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের রূপায়ণ হয় ভগবৎ লীলার আকারে—মর্য্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরাম-লীলা। ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেব ও তাঁহার মহাঋষিমণ্ডলের তপস্যায় ভগবান বিষ্ণু ভগবৎলীলা পুরুষোত্তম রূপে এই ধরায় অবতীর্ণ হইয়া জীবসত্তা মধ্যে আত্মারামের লীলাকে রূপকাকারে প্রকটিত করিলেন ভগবান শ্রীরামরূপে। সঙ্গে মহাশক্তিরূপিনী দেবী সীতা, সাধকের যোগমার্গে কুলকুণ্ডলিনীরূপা পরাশক্তি। সমগ্র শ্রীরামসীতা লীলার যৌগিক ব্যাখ্যান যুগে যুগে বিভিন্ন ঋষি-সাধকের কলমে লিখিত হইয়াছে। এই সৃষ্টি-চেতনায় সত্যকে জ্ঞান করিতে হইলে কর্ম-জ্ঞান ও ভক্তি মার্গের মধ্য দিয়া প্রত্যেক সাধককে চলিতে হয়। কর্ম ও জ্ঞানমার্গ অনুভূতি সাপেক্ষ বিষয়। অন্যদিকে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি অথবা ভক্তি ও প্রেম হইল সাধকের পরাসম্বিৎময় অস্তিত্ববোধের মহাভাবময় অঙ্কুর যাহা সত্তার বোধিতে স্ফুরিত হইয়া বাহ্যত লীলার আকারে প্রকাশিত হয়, প্রকৃত ভক্তের আচরণে। ব্যক্তিসত্তারূপে ভগবান শ্রীরামের যে লীলা তৎকালীন মানব সমাজ শিক্ষার দিক দিয়া তাহা অতীব শিক্ষনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ধারণ করিয়াছে। সমগ্র রামলীলায় আমরা দেখিতে পাই জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির সমন্বয়ে ভক্ত-ভগবানের এক অপরিসীম মাধুর্য্যমণ্ডিত লীলা যাহা কোন কালেই বিস্মৃত

হইবার নহে। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের লীলার সূচনা ও সংগঠিত হয় ঔপনিষদিক্ যুগে।

দ্বাপর যুগে পরাশর পুত্র ভাগবত প্রসিদ্ধ মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব ও তাঁহার ঋষিমণ্ডল শ্রীকৃষ্ণলীলা সংঘটিত করিয়াছিলেন। সগুণ-ব্রহ্ম সনাতন শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তমের এই লীলা নিত্য ও শাশ্বত। শ্রীকৃষ্ণের ভাগবৎলীলার দুটি দিক রহিয়াছে। প্রথমতঃ নারদীয় ভক্তিমার্গস্থিত সাধনার চরমগতি পুরুষোত্তমের নিত্যলোকে শ্রীভগবানের মাধুর্য্যমণ্ডিত লীলাবিলাস রাসলীলা, যাহা যোগমায়ার গণ্ডীতে কালের বাহিরে নিত্যভূমিতে বিরাজিত তাহা ভূলোকে প্রকাশিত হইয়াছিল শ্রীবৃন্দাবনধামে। দ্বিতীয়তঃ ব্যাসদেবের পরিচালনায় মহাভারতের লীলা প্রকটিত হইয়াছিল যেখানে কুরুক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা রচিত হয়। 'গীতা' কর্মজ্ঞান ও ভক্তি মার্গের উপদেশ সম্বলিত যোগমার্গের একটি মহান উপদেশাবলী যাহা প্রতি জীবের পরাগতিলাভের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইতে তিরোভাব পর্য্যন্ত লীলার মধ্যে নিত্য এবং অনিত্য জগতের যোগমার্গস্থিত ধ্রুব সত্যের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলায় যোগী-সাধকের যোগমার্গের বিষয়গুলির রূপক ব্যাখ্যান পরিলক্ষিত হয়; শ্রীকৃষ্ণের মধ্যলীলা গোপীপ্রেম ও নিত্য রাসের প্রকাশ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির মূল; অন্তঃলীলা শ্রীকৃষ্ণের মহাভারত লীলা, যোগমার্গের সাধন-সমরের রূপকাকারে প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণলীলার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের সূচনা হইতেই যোগতত্ত্ব প্রকাশের শুরু এবং বাল্যাবস্থা হইতে মথুরায় কংসবধ পর্য্যন্ত সত্তামধ্যে অষ্টপ্রকৃতি জয়ের নিমিত্ত সমগ্র যোগতত্ত্ব প্রকট হইয়াছে। আবার, মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেও অথবা ধর্মক্ষেত্রে সাধন-সমরে ব্যক্তিসত্তার অভ্যন্তরে অষ্টপ্রকৃতি জয়ের বিষয়ে পর্য্যায়ক্রমে যোগতত্ত্বের প্রকাশ রহিয়াছে। প্রথমার্ধে নিত্যভূমিতে যোগমায়ার প্রভাবে যোগতত্ত্বের প্রকাশের রূপক লীলাভিনয় এবং দ্বিতীয়ার্ধে অনিত্য ভূমিতে মায়া প্রপঞ্চের জগতে যোগতত্ত্বের প্রকাশের রূপক লীলাভিনয় অর্থাৎ—পরমব্রহ্ম হইতে সৃষ্ট নিত্য ও অনিত্য জগতের সমগ্র ধ্রুব সত্যের রূপকাকারে প্রকাশ [Manifestation of the Absolute Truth], ইহাই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণলীলার বৈশিষ্ট্য। আমার মনে হয়, কলির প্রভাবে সানতন সত্যকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার জন্যেই বোধহয় জীব-কল্যাণার্থে সমগ্র সত্যের প্রকাশ করিয়াছিলেন পুরুষোত্তম স্বয়ং।

কলিযুগে কলি দেবতার অত্যাচারে জর্জরিত সনাতন ধর্ম। এই সময়ে জীবসত্তায় শুভ শক্তির ক্ষয় এবং অশুভ শক্তির প্রভাব অধিক। যারফলে দিকে দিকে ধর্মের গ্লানি এবং অবক্ষয়। মুনিঋষিগণের একনিষ্ঠ প্রার্থনায় আবার ধরাতলে আসিলেন শ্রীভগবান—ভাগবতী তনু লয়ে আদ্যামহাশক্তিরূপা রাধাভাবকে অবলম্বন করিয়া জীবের দুর্গতি নাশিতে, পতিতপাবন শ্রীহরি প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যরূপে পৃথ্বীতে অবতীর্ণ হইলেন—প্রচার করিলেন সেই সুপ্রাচীন তারকব্রহ্ম নাম, যে নামের প্রভাবে জীব মনুষ্যযোনি হইতে বিবর্তনের ধারায় পশুযোনিতে পর্য্যবসিত হইবে না। সনাতন ধর্মের গ্লানির কারণে ধর্মের বহু মত 'রাম ও কৃষ্ণ' নামে গতিলাভ করিল। তারপর কলিযুগের শেষে কালের উত্তোলন চক্রে দ্বাপরযুগের শুরুতে যুগসন্ধিক্ষণে ধরায় আসিলেন যুগাবতার শ্রীজগন্নাথরূপ ত্রৈলঙ্গ স্বামী ও শ্রীবলরাম রূপ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব রূপে বশিষ্ঠদেব স্বয়ং, ভগবান শ্রীপুরুষোত্তমের পরম ও চরম ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত শ্রীশ্রীজগন্নাথতত্ত্বকে প্রকট করিতে এবং বিশ্বকল্যাণার্থে সর্ব্বধর্ম সমন্বয় করিতে। ইনি স্থাপন করিলেন বেদান্ত ও তন্ত্রের ঐক্যতাকে। তিনি তথাকথিত জনসমাজে ও ধর্মজগতে ঘটাইলেন এক মহাবিপ্লব ও নবজাগরণ, যার প্রভাব আজও চলিতেছে। জগন্নাথ পদাধিকারী মহাত্মাদের মতে বর্তমানে কলিযুগের অবসান হইয়া দ্বাপর যুগের শুরু হইয়া গিয়াছে। একালে শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার সাধনার প্রতিষ্ঠাতা যোগীরাজ শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিশিষ্য শ্রীযুক্তেশ্বর গিরি মহারাজের 'কৈবল্য দর্শনম্' [The holy Science] পুস্তকে এর প্রমাণ রহিয়াছে। মহাবতার শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের নির্দ্দেশেই শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী এই পুস্তকটি রচনা করেন।

—হরি ওঁ তৎ সৎ—